দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 28 JUL 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে এশিয়ান ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠান পণ্ড

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে গতকাল পণ্ড হয়ে গেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ৫ম সমাবর্তন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের অনুপস্থিতিতে সমাবর্তন অনুষ্ঠান শুরু করা হলে শিক্ষার্থীরা এ বিক্ষোভ শুরু করে। পরে কর্তৃপক্ষ সমাবর্তন বন্ধ ঘোষণা করে। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি, শিক্ষামন্ত্রী ও ইউজিসি চেয়ারম্যানের উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও এরা কেউই উপস্থিত হন নি।

অতিথিবৃন্দের অনুপস্থিতিতে দুপুর ১ টার দিকে ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর আবুল হাসান মো. সাদেক বক্তৃতা দেয়া শুরু করতেই 'রাষ্ট্রপতি ছাড়া সমবর্তন মানি না মানি না' স্লোগান দিয়ে চিৎকার করতে থাকে ছাত্ররা। (১৫শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

গতকাল সোমবার শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে এশিয়ান ইউনিভার্সিটির পঞ্চম সমাবর্তন পণ্ড হয়ে যায় -ইত্তেফাক

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের

(১৬শ পৃঃ পর)

এরপরই অনুষ্ঠানস্থলে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত শিক্ষার্থীরা এ সময় মঞ্চের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে উপাচার্য বক্তৃতা বন্ধ করে মঞ্চ ত্যাগ করেন। অন্যান্য অতিথিও তার সাথে দ্রুত মঞ্চ ত্যাগ করেন।

পরে উত্তেজিত শিক্ষার্থীরা 'রাষ্ট্রপতি ছাড়া সমবর্তন হবে না, হবে না' বলে সম্মেলন কেন্দ্রে স্লোগান দিতে থাকে।

কয়েকজন শিক্ষার্থী এ সময় সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করে বলে, রাষ্ট্রপতি না আসার বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগে থেকে জানলেও তা শিক্ষার্থীদের জানায়নি।

উল্লেখ্য, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ম ভঙ্গ ও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। আর এসব অভিযোগের কারণেই রাষ্ট্রপতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে থাকতে অসম্মতি জানান বলে জানা গেছে।

এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করা হলে বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত থাকায় এশিয়ান ইউনিভার্সিটির সমাবর্তনে যাননি বলে তিনি ইত্তেফাকের কাছে স্বীকার করেন। তিনি বলেন, "এশিয়ান ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে অনেক অভিযোগ থাকলেও তারা তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। তারপরও তাদেরকে আমি যখন সময় দিয়েছিলাম তখনি বলেছিলাম চ্যান্সেলর গেলেই আমি যাব। সমাবর্তনে চ্যান্সেলর যোগ না দিলে আমি যেতে পারি না"।

সমাবর্তন বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর আবুল হাসান মো.সাদেক সাংবাদিকদের বলেন, শিক্ষার্থীরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করায় সমাবর্তন অনুষ্ঠান মুলতবী করা হয়েছে। শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিপরিষদ সভা থাকায় শিক্ষামন্ত্রী সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে সমাবর্তন শিক্ষার্থীদের জন্য একটি স্মৃতি হয়ে থাকে। তারা আশা করেছিল রাষ্ট্রপতি আসবেন। এজন্যে কিছুটা আবেগতো থাকবেই।